অ-পক্ষপাতিত্বমূলক বা বৈষম্যহীন আচরণ নীতিমালা
Anti-Discrimination Policy

প্রধান তত্ত্বাবধায়ক	ঃ	এ.জি.এম. কমপ্লায়েন্স এবং ই.এম.এস.
বাস্তবায়কারী	ঃ	সকল বিভাগীয় প্রধান
প্রণয়নের তারিখ	ঃ	০১/০১/২০১১ ইং
সর্বশেষ সংশোধনী	ঃ	০১/০১/২০১৯ ইং
পূনরায়- সংশোধন/ বিবেচনা	ঃ	সময়, অবস্থা, স্থানীয় আইনের পরিবর্তন/ সংযোজন/ বিয়োজন, আর্ন্তজাতিক আইনের পরিবর্তন/ সংযোজন/ বিয়োজন, ক্রেতার চাহিদা এবং অডিট রির্পোটের ভিত্তিতে।
অনুমোদনক্রমে- ব্যবস্থাপনা পরিচালক (স্বাক্ষর ও তারিখ)	ঃ	Fountain Garments Manufacturing Ltd. Savar

ভূমিকা ঃ

কারখানার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক নিয়োগ প্রাপ্ত ব্যক্তির মর্যাদার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনে বিশ্বাসী এবং প্রত্যেক কর্মচারীর নিকট হতে আমাদের সকল সহকর্মী, ক্রেতা ও বিক্রেতাদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন প্রত্যাশা করে। সম্মানজনক পেশাজীবি আচরন ছাড়াও উৎপাদনশীলতা ত্বরান্বিত করা, বিরোধসমূহের মীমাংসা করা এবং সুনাম বৃদ্ধি করা এর কারখানার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ব্রত। এই কর্মপন্থা যেকোন প্রকার বৈষম্য মূলক আচরনকে নিষিদ্ধ করে যা কোন ব্যাক্তির জাতি, বর্ণ, ধর্ম, লিঙ্গ, জাতিগত উৎস, বয়স, অক্ষমতা, বংশ, স্বাস্থ্যগত অবস্থান, বৈবাহিক অবস্থা, বৃদ্ধ, নাগরিকত্ব, যৌন পরিস্থিতি বা একজন ব্যক্তি বা ঐ ব্যক্তির সহযোগী আত্নীয় অন্যান্য সংরক্ষিত পারস্পরিক সম্পর্ক জাত অবস্থানের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। কর্তৃপক্ষ বৈষম্যমুক্ত একটি কর্ম পরিবেশ সংস্থাপনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দৈনন্দিন কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব না করে শ্রদ্ধার সাথে নিম্নোক্ত নীতি অনুকরণ করে এবং এ ব্যাপারে সকলের সহযোগিতা কামনা করে।

১. কর্মসংস্থান, বেতন, সুযোগ-সুবিধা, অগ্রিম প্রদান, কর্মচ্যুতি অথবা অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে প্রতিটি কর্মীর নিজস্ব শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশাদারী যোগ্যতা ও কর্মক্ষেত্রের কর্ম দক্ষতার উপর নির্ভরশীল। এ ক্ষেত্রে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, লিঙ্গ, বৈবাহিক বা গর্ভাবস্থা অথবা রাজনৈতিক মতাদর্শ বা বয়সের কারণে ভেদাভেদ সৃষ্টি করা হয় না।

২. স্থানীয় আইন সর্বদা মেনে চলা হয় এবং স্থানীয় আইনের প্রতি সর্বদা সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

৩. কারখানা কর্তৃপক্ষ এর উর্দ্ধতন ব্যবস্থাপক কোম্পানীর সকল নীতি প্রয়োগে সজাগ দৃষ্টি রাখেন যাতে করে কারো প্রতি কোন প্রকার পক্ষপাতমূলক আচরণ করা না হয় ।

৪. কর্মীদের ন্যায়সংগত সুযোগ-সুবিধা এবং কর্ম-সন্তুষ্টি নিয়ে ব্যবস্থাপকের সাথে আলোচনার জন্য কোম্পানীতে গঠিত অন্যতম মাধ্যম হিসাবে কাজ করে থাকে।

৫. কর্মীদের জানার এবং পরিস্কার ধারণা থাকার জন্য কোম্পানীর সকল নীতি বোর্ডে প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। এছাড়াও নতুন কর্মীদের পরিচিতি মূলক প্রশিক্ষন এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সকল কর্মীদের ধারাবাহিক প্রশিক্ষণে নীতি সমুহ আলোচনার ব্যবস্থা আছে।

৬. কারখানার কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রার্থীকে কাজের সাথে সম্পর্কহীন কোন ব্যক্তিগত বা আইন বহির্ভূত প্রশ্ন করে না।

৭. কর্মক্ষেত্রে নতুন কোন সুযোগ সৃষ্টি হলে প্রথমে পুরাতন কর্মীদেরকে জানানো হয় এবং তাদেরকে প্রতিযোগিতা করার জন্য সম্পূর্ন সুযোগ দেওয়া হয়।

৮. চাকুরী প্রার্থীদের দরখাস্তসমূহ পর্যালোচনার মাধ্যমে অ-পক্ষপাতিত্বমূলক নীতির সামঞ্জস্যতা মূল্যায়ন করা হয়।

বিশেষ ধরণের কাজে, বিশেষত যারা শারীরিকভাবে দুর্বল, নিয়োগের ক্ষেত্রে স্থানীয় চাহিদার দিকে নজর দেওয়া হয়।